তথ্য অধিকার বার্তা

প্রান্তজনের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক নিউজলেটার

❑ ৩য় বর্ষ ❑ ২য় সংখ্যা ❑ জুন ২০১২ ❑

রিইবের উদ্যোগে তথ্য অধিকার মেলা আয়োজন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি প্রাঙ্গণে

রিইবের উদ্যোগে গত ৫ মে ২০১২ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) প্রাঙ্গণে তথ্য অধিকার মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করেন। এই সময় অনেকে আবার মেলা চলাকালীন সময়ে প্যান্ডেল চতুর্পার্শ্বে অবস্থান করে মাইকে প্রচারিত তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক বক্তব্য শোনেন। অনুষ্ঠানে রিইবের চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এইচ কে এস আরেফিন উপস্থিত ছিলেন। এক পর্যায়ে মেলায় আগন্তুকদের তথ্য অধিকার আইন ও এর ব্যবহার বিষয়ে নানা প্রশ্নের জবাব দেন রিইবের তথ্য কর্মীবৃন্দ। এখানে দর্শনার্থী/অংশগ্রহণকারীদের তথ্য অধিকার বার্তা, পোস্টার, লিফলেট বিতরণ করা হয় এবং এই আইন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সফলতার কেসস্টাডি, তথ্য আবেদন ও প্রাপ্ত তথ্যের নমুনা প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া মেলা চলাকালীন সময়ে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে ডকুমেন্টারী প্রদর্শন করা হয়। এতে দর্শকদের মাঝে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি হয়। কোন কোন দর্শক নিজ উদ্যোগেই তথ্য আবেদন করবেন বলে জানান এবং এক্ষেত্রে রিইবের সহায়তা কামনা করেন।

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুকুর ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে

জনগণকে তথ্য অধিকার আইনের সুফল সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে রিইবের উদ্যোগে গত ২৮ মে ২০১২ নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুকুর ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে এক তথ্য মেলার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি ছাত্র-ছাত্রী, কৃষক, শ্রমিকসহ সর্বস্তরের প্রায় ৩৫০ জন সাধারণ গণমানুষের উপস্থিতিতে মেলা উদ্বোধন করেন ইউপি চেয়ারম্যান জনাব জিকো আহমেদ। এতে রিইবের তথ্য অধিকার টীমের সদস্যরা অংশগ্রহণ করে। মেলায় তথ্য অধিকার আইনের উপর রিইবের প্রকাশিত নিউজলেটার, লিফলেট, তথ্য অধিকার আইনের সহজপাঠ ও পোস্টার প্রদর্শন এবং বিতরণ করা হয় এবং রিইবের আরটিআই রিসোর্স সেন্টার ও হেলপলাইন সম্পর্কে অবগত করা হয়। তথ্য আবেদনের নমুনা ও প্রাপ্ত তথ্যের নমুনা প্রদর্শন করা হয়। এতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসুক্য সৃষ্টি হয়। মেলা সন্ধ্যা ৬:০০ হতে রাত ৮:০০ পর্যন্ত চলে।

প্রো-একটিভ ডিসক্লোজার কার্যক্রম : সৈয়দপুর

সৈয়দপুরের কামারপুকুর ইউনিয়ন পরিষদের সাথে রিইবের মতবিনিময়

তথ্য অধিকার আইনে সকল কর্তৃপক্ষের জন্যে প্রোএকটিভ ডিসক্লোজার নীতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জনগণের সুলভে তথ্য পেতে যা সহায়ক। এই লক্ষ্যে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুকুর ইউনিয়নকে বেছে নেওয়া হয় এই কাজের জন্যে। সৈয়দপুরের এনিমেটররা এই উদ্দেশ্যে পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে জনগণের সঙ্গে নিয়মিত মিটিং করেছেন। যার ফলস্বরূপ ঐ ইউনিয়নে ১৮ টি তথ্য আবেদন করে এলাকার জনগণ। তাদের চাহিদার প্রেক্ষিতে কামারপুকুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে একটি মিটিং এর আয়োজন করা হয়। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন পরিষদের চেয়ারম্যান, সচিব, সদস্যবৃন্দ, রিইব এনিমেটর এবং স্থানীয় সুশীল সমাজ। সভার শুরুতে প্রকল্প সমন্বয়কারী সুরাইয়া বেগম বক্তব্যে সৈয়দপুরে আরটিআই কার্যক্রম শুরু করার ঘটনা তুলে ধরেন। তিনি আলোচনায় তথ্য অধিকার আইনের তথ্যের চাহিদা ও সরবরাহ দু'টো দিকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তথ্য কমিশনের ভূমিকা তুলে ধরেন এবং আইনে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব সম্পর্কে বলেন, কর্তৃপক্ষের কাজ হচ্ছে আবেদনের তথ্য সরবরাহ করা। তার পাশাপাশি জনগণের তথ্য চাওয়ার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ/উন্মুক্ত করে দেয়া যাতে জনগণ অবাধে জানার সুযোগ লাভ করতে পারে। এতে করে তথ্য আবেদনের ফলশ্রুতিতে কর্তৃপক্ষের উপর বর্ধিত কাজের চাপ কমিয়ে আনা সম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন। তথ্য অধিকার আইনের প্রোএকটিভ ডিসক্লোজার এর মডেল হিসেবে কামারপুকুর ইউনিয়ন পরিষদ কিভাবে উক্ত কাজ করতে পারে এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ভারতের উদাহরণ তুলে ধরেন এবং প্রোএকটিভ ডিসক্লোজার কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে পরিষদের চেয়ারম্যানকে প্রস্তাব দেন। চেয়ারম্যান জনাব জিকো আহমেদ রিইবকে এই ধরনের কাজ করার জন্য ধন্যবাদ জানান। রিইবের প্রোএকটিভ ডিসক্লোজার কার্যক্রম এর মডেল ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব দিয়েছেন সে জন্য গর্ববোধ করেন বলে জানান এবং তিনি রিইবের প্রস্তাব বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেন।

তথ্য মেলার উদ্বোধন করছেন কামারপুকুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব জিকো আহমেদ

সৈয়দপুর উপজেলায় ইউনিয়ন পর্যায়ে জনগণের সাথে মতবিনিময়

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলায় ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রোএকটিভ ডিসক্লোজার কার্যক্রম অনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করার লক্ষ্যে রিইবের আরটিআই প্রকল্পের সমন্বয়কারী ও সহকারী পরিচালক সুরাইয়া বেগম এবং মাঠ সমন্বয়কারী উৎপল কান্তি খীসা গত ২৬-২৯ মে ২০১২ তারিখে সৈয়দপুর সফর করেন। এসময় তারা প্রকল্পের স্থানীয় এনিমেটরদের উদ্যোগে আয়োজিত কামারপুকুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গদের সাথে পরিষদের সেমিনার কক্ষে এক আলোচনা সভায় মিলিত

হন। উক্ত সভায় স্থানীয় জনমানুষের সমস্যা ও সেগুলো নিরসনে তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা এবং প্রয়োগে করণীয় বিষয়ে বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরার জন্য সভা পূর্ববর্তী সময়ে একই ইউনিয়নের বানিয়াপাড়া এবং খাতামধুপুর ইউনিয়নের মুশরত ধূলিয়া গ্রামের অধিবাসীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। এর পূর্বে প্রকল্পের এনিমেটর, তথ্য কর্মীদের নিয়ে রিইব এর স্থানীয় প্রকল্প অফিসে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠান করা হয়। বানিয়া পাড়াবাসীর সাথে রিইবের তথ্য কর্মীদের মতবিনিময় বানিয়াপাড়াতে সভা পরিচালনা করে রিইব এনিমেটর মুন্না দাস। এখানে আরটিআই নারী দলের সদস্য তাহেরা বেগম উপস্থাপন করেন তার অভিজ্ঞতার কথা। কীভাবে তিনি তথ্য অধিকার আইনের সকল ধাপ-কে নিয়মানুযায়ী ব্যবহার করে সৈয়দপুর থানার দারোগাকে তথ্য কমিশনে শুনানীতে যেতে বাধ্য করেছিলেন। দর্শকদের জন্যে এটা ছিল একটা উদ্দীপক ঘটনা। মতবিনিময় সভায় আরও আলোচনা হয় ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের সেবা দেওয়ার নিয়ম ও তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন দিক। মতবিনিময় সভায় বানিয়াপাড়ার নানা পেশার প্রায় ৩০/৩৫ জন নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। একইভাবে মুশরতধুলিয়া গ্রামবাসীদের সাথে রিইবের তথ্য কর্মীদের মতবিনিময় হয় এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়। সৈয়দপুরের এনিমেটর মুন্না দাসের দলের সদস্য মিঠুন দাস নিজ এলাকায় সফলতার সাথে আরটিআই চর্চা করছেন। তার তথ্য আবেদনের প্রেক্ষিতেই স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের ছাত্র উপবৃত্তির অর্থ আত্মসাতের ঘটনা প্রকাশ্য হয়। তার কাজকে আরও প্রসারিত করার জন্য গ্রামের গণ্যমান্যদের নিয়ে নিজ বাড়িতে মতবিনিময় সভা করেন।

সৈয়দপুরের বানিয়াপাড়াতে জনগণের সাথে এনিমেটর কামরুননাহার ইরা ও মুন্না দাস

পিপল টু পিপল এক্সচেঞ্জ ভিজিট কর্মসূচী : খাগড়াছড়ি

তথ্য অধিকার আইন প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন জেলায় নিয়োজিত এনিমেটরবৃন্দ তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে গত ৫-৮ জুন ২০১২ তারিখে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সফর করে। এই সফরে অংশগ্রহণ করে রিইবের ৭ জন এনিমেটর এবং ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর। সফরের বিভিন্ন কর্মসূচী এখানে বর্ণনা করা হল।

তথ্য কর্মীদের মধ্যে আরটিআই প্রয়োগের অভিজ্ঞতা বিনিময় : খাগড়াছড়ি সদরে ইয়ং স্টার ক্লাব এ ৬ জুন ২০১২ তারিখে তথ্য কর্মীদের মধ্যে আরটিআই প্রয়োগের অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় খাগড়াছড়ি জেলার স্থানীয় তথ্য অধিকার কর্মীদের সাথে দেশের অন্যান্য জেলায় নিয়োজিত রিইবের এনিমেটরবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এসময় আলোচকবৃন্দ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করতে গিয়ে নিজেদের সফলতা ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। টিআইবি'র কর্মীদের সাথে রিইব কর্মীদের মতবিনিময় : একই দিন টিআইবি কার্যালয়ে যান রিইব প্রতিনিধি দল এবং মত বিনিময়ের সময় সংগঠনের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, তার জানামতে, খাগড়াছড়িতে আরটিআই নিয়ে যে সব সংগঠন কাজ করছে তার মধ্যে পাড়া ট্রাস্ট অন্যদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। রিইবের তথ্য কর্মীরা নিজেদের এলাকায় আরটিআই প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

খাগড়াছড়িতে পিপল টু পিপল এক্সচেঞ্জ ভিজিট কর্মসূচীতে প্রকল্পের এনিমেটরবৃন্দ

খাগড়াছড়ি জেলা আধুনিক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময় : টিআইবি'র সাথে মতবিনিময় শেষে রিই? টিম খাগড়াছড়ি জেলা আধুনিক হাসপাতালে যায় কারণ এখানে এনিমেটর রিপন চাকমার দল বিভিন্ন ইস্যুতে পূর্বে তথ্য আবেদন করেছে। হাসপাতালের আরএমও ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য আবেদন লাভের কথা স্বীকার করে জানান, তথ্য আবেদন পাওয়ার পর হতে তাদের মধ্যে আরটিআই বিষয়ে সচেতনতা তৈরী হয়েছে। এসময় তিনি রিপন চাকমা ও মিলন চাকমা'র দেখিয়ে দিয়ে বলেন, উনাদের কাছ হতে প্রথম তথ্য আবেদন পেয়েছি। এখানে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে রিইবের কাজএ। **পেরাছড়া ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের সাথে মতবিনিময় :** আরটিআই বিষয়ে পেরাছড়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সাথে রিইবের সদস্যদের মতবিনিময় সভায় রিইবের পক্ষ হতে আরটিআই কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়। রিইবের এনিমেটর মো: সউদ খান, কামরুন নাহার ইরা, মুন্না দাস নিজেদের এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের আরটিআই কার্যক্রম পরিচালনায় সম্পৃক্ততার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। এক পর্যায়ে প্রোএকটিভ ডিসক্লোজার কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে প্রস্তাব করা হলে উপস্থিত সচিব ও মেম্বারদ্বয় এই বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন।

রিইবের সহায়তায় আরটিআই রিসোর্স সেন্টার স্থাপন : "বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের অভিজ্ঞতা" বিষয়ে পাড়া ট্রাস্ট এর সেমিনার কক্ষে এক মতবিনিময় সভা গত ৭ জুন ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। রিইব ও স্থানীয় তথ্য অধিকার কর্মী, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, উন্নয়নকর্মী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এতে অংশগ্রহণ করেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন খাগড়াছড়ি পৌর সভার কমিশনার মিলন দেওয়ান, সমাজকর্মী ধীমান খীসা, টিআইবি আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এ. কে. এম. জাহাঙ্গীর প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন পাড়া ট্রাস্ট এর চেয়ারম্যান ও মাঠ সমন্বয়কারী উৎপল কান্তি খীসা। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রকল্পের এনিমেটর কামরুন নাহার ইরা, মুন্না দাস,

প্রতাপ চন্দ্র সরকার বিজয়, রিপন চাকমাও আরো অনেক তথ্য কর্মী। আলোচনার শেষে রিইবের তথ্য অধিকার টিম পাড়া ট্রাস্টের তথ্য অধিকার কর্মীদের কাছে কম্পিউটার, প্রিন্টার হস্তান্তরের মাধ্যমে আরটিআই রিসোর্স সেন্টার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। তিনি এই রিসোর্স সেন্টার সকলের জন্য উন্মুক্তকরণের ঘোষণা দিয়ে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানান।

খাগড়াছড়ি ও সৈয়দপুরে রিসোর্স সেন্টারে কম্পিউটার হস্তান্তর

তথ্য আবেদন, আপীল ও অভিযোগ প্রদানের বিবরণ

গণগবেষণা দল	এলাকা	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ নিয়ে গণগবেষণায় নিয়োজিত দলসমূহের আওতায় প্রদত্ত তথ্য আবেদনের সংখ্যা বিবরণী (জানু-জুন'১২)			
		আবেদন	জবাব প্রাপ্তি	আপীল	অভি যোগ
ছাত্র	ঢাকা	৫২	১৩	০১	০৩
নারী ও শ্রমিক	ঢাকা	১৬	০৫	-	-
ছাত্র ও নারী	খাগড়াছড়ি সদর	৫৪	২৫	১৫	০৮
ছাত্র, নারী ও শ্রমিক	গোদাগাড়ী	২৬	১১	০২	-
ছাত্র ও শ্রমিক	সৈয়দপুর	৮০	৬১	০৩	-
নারী	সৈয়দপুর	৪৫	৩৪	০৫	০১
ছাত্র, নারী ও শ্রমিক	সৈয়দপুর	৫৪	৩৪	১০	০২
ছাত্র, নারী ও শ্রমিক	লৌহজং	২০	০১	-	-
মোট		৩৪৭	১৮৪	৩৬	১৪

সূত্র: জানুয়ারী-জুন, ২০১২ সময়ে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রণীত ছক

রিইবের তথ্য কর্মীদের অন্যান্য ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ

এক. তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে বাংলাদেশের মিডিয়া কর্মীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গত মে-জুন ২০১২ সময়ের মধ্যে ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং কোচ রালফ ফ্রামোলিনো'র সঞ্চালনায় দেশের বিভিন্ন স্থানে সিরিজ প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করে ANSA-SAR। রিইবের তথ্য কর্মীবৃন্দ - উৎপল কান্তি খীসা, মো: ফখরুল ইসলাম পলাশ এবং মো: সউদ খান প্রমুখ এতে রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করে। কর্মশালা হয়েছে গত ১২ মে ২০১২ তারিখে মাছরাঙ্গা টেলিভিশন এর সেমিনার কক্ষে। পরবর্তীতে ২ জুন নিউ এজ পত্রিকা এবং ১৭ জুন ২০১২ তারিখে ইউএনবিতে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মিডিয়া কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ রিইবের কর্মীদের কাছে তথ্য আবেদনের ব্যাপারে সহায়তা কামনা করেন এবং পরবর্তীতে তথ্য আবেদন করেন।

দুই. ম্যানেজমেন্ট রিসোর্স ডেভলপমেন্ট ইন্সটিটিউট থেকে প্রোএকটিভ ডিসক্লোজার পলিসি সংক্রান্ত প্রকাশিত "তথ্য প্রকাশ নীতি সহায়িকা" বই-এর রিভিউয়ার হিসেবে কাজ করেছেন প্রকল্পের সমন্বয়কারী সুরাইয়া বেগম।

তিন. রিইব, আশ্রয়, বাংলাদেশ এবং Netz-Bangladesh যৌথভাবে নওগাঁ জেলার নৃ-গোষ্ঠী সাঁওতালদের সঙ্গে গবেষণা কাজ করেছে। সেখানে গত ২৩ মে ২০১২ তারিখে প্রকল্পের সমন্বয়কারী সুরাইয়া বেগম আশ্রয়ের এরিয়া ম্যানেজারদেরকে নিয়ে আরটিআই কর্মশালা পরিচালনা করেন।

নওগাঁ সদর উপজেলা অফিসে আরটিআই কর্মশালা

তথ্য অধিকার আইন নিয়ে অন্যান্য সংগঠনের কর্মকান্ড

সাটুরিয়ার পিআইওকে জরিমানা

প্রথম আলোর মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি আবদুল মমিন তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য জানতে চেয়ে গত ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে সাটুরিয়া উপজেলা পিআইও কার্যালয়ে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনে তিনি চলতি অর্থবছর সহ ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরে কাবিখা, কাবিটা, সাধারণ টিআর, বিশেষ টিআর ও কর্মসৃজন কর্মসূচীর অধীনে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের নাম ও বরাদ্দের পরিমাণ জানতে চান। কিন্তু আইনে নির্ধারিত কার্যদিবস পার হওয়ার পরও কোন জবাব সরবরাহ না করায় তিনি উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করেন। সেখান থেকেও জবাব লাভে ব্যর্থ হলে তিনি তথ্য কমিশনে ২৫ এপ্রিল ২০১২ তারিখে অভিযোগ করেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন উভয়পক্ষকে সমন জারির মাধ্যমে গত ২০ জুন ২০১২ তারিখে শুনানির আয়োজন করে। সেখানে উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় প্রধান তথ্য কমিশনারের নেতৃত্বে তথ্য কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও পিআইও আবদুল বাছেদকে তিরস্কারের পাশাপাশি ৫০০ টাকা জরিমানা করেন। তথ্য কমিশন তখন আপীল কর্মকর্তা হিসেবে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (ডিআরও) মো: শরিফুল ইসলামকে তিরস্কার ও সতর্ক করে।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের সফল ব্যবহারের দৃষ্টান্ত

এক. হালিশা ধূলিয়া মুশরত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলাধীন হালিশা ধূলিয়া মুশরত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছ হতে নিয়মবহি:র্ভূতভাবে কর্তৃপক্ষের অর্থআদায়ের বিষয়টি নিয়ে এলাকার দরিদ্র জনগণের মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভ থাকলেও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার স্বার্থে কেউই মুখ খোলার সাহস পাননি। ১৭ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে স্থানীয় তথ্য কর্মী মিঠুন দাস উক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি প্রদানের নীতিমালা সহ শিক্ষার্থীদের কাছ হতে ২০ টাকা হারে অর্থ আদায়ের সিদ্ধান্ত জানতে চান। তার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্থানীয় এনিমেটর মুন্না দাস ও মিঠুন দাস'কে ডেকে বিষয়টি নিয়ে আর বেশি দূর না এগোনোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ২০ টাকা হারে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ হতে অর্থগ্রহণ করা তার সঠিক হয়নি বলে তিনি তখন ভুল স্বীকার করেন। এক পর্যায়ে তিনি ভবিষ্যতে আর কখনো এই ধরনের ঘটনা ঘটবে না বলে তাদের কাছে অঙ্গীকার করেন বলে জানা যায়। এসময় তিনি উপবৃত্তি প্রদানের নীতিমালা প্রদান করেন।

পরে এই ঘটনা এলাকায় জানাজানি হয়ে পড়লে পার্শ্ববর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে (৩টি) একইভাবে অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে যে অনিয়ম করা হয় তা বন্ধ হয়ে যায় বলে জানা যায়।

সৈয়দপুরে আরটিআই মিটিং

দুই. তথ্য অধিকার আইন ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা

প্রদীপ শশী চাকমা, গ্রাম - মনাটেক পাড়া, মুবাছড়ি ইউনিয়ন, উপজেলা: মহালছড়ি, জেলা: খাগড়াছড়ি, স্থানীয় এনজিও ব্র্যাক-এর সদস্য হিসাবে তার এলাকায় কয়েকটি দল গঠন করেন এবং ব্র্যাক কর্মীদের পরামর্শমত সঞ্চয় জমাতে থাকেন এবং কেউ কেউ ঋণ প্রস্তাব করেন। পর্যায়ক্রমে সদস্যদের মধ্যে অনেকে ক্ষুদ্র ঋণ লাভ করেন এবং নিয়ম অনুযায়ী সেগুলো পরিশোধ করতে থাকেন। ২০০৭ সালে কোন এক কারণে গ্রামীণ ব্যাংক, আশা ও প্রশিকা সহ এলাকার অনেক ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার মত ব্র্যাক তার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। এতে ক্ষুদ্র ঋণ দলের সিংহভাগ সদস্য নিজেদের নেওয়া ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করলেও সঞ্চিত অর্থ লাভে বঞ্চিত হন। সদস্যরা ব্র্যাকের কাছে নিজেদের সঞ্চিত অর্থ লাভের জন্য পরে স্থানীয় অফিসে যোগাযোগ করলেও কখনো সদুত্তর পাননি। ব্র্যাক অফিস থেকে প্রতিবারই তাদের মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে যে, সঞ্চিত অর্থ কবে ফেরত দেওয়া হবে তা পরবর্তীতে জানানো হবে কিন্তু তা সুনিদিষ্টভাবে জানানো হয় না। এক পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ দলের সদস্যদের সবাই নিজেদের সঞ্চিত অর্থ ফেরত পাওয়ার বিষয়ে এক প্রকার হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে ২০১১ সালে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বিশেষভাবে জানার পর স্থানীয় সংগঠন "পাড়া- ট্রাস্ট" কর্মী প্রদীপ শশী চাকমা বিষয়টি কেন এভাবে চলতে থাকবে তা বিস্তারিত জানার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (শুভাশীষ চাকমা, ম্যানেজার), ব্র্যাক, মহালছড়ি শাখা, খাগড়াছড়িতে গত ২৬ অক্টোবর ২০১১ তারিখে তথ্য আবেদন করেন। তার তথ্য আবেদনের বিষয় ছিল:

১. ব্র্যাক এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার নীতিমালার ফটোকপি পেতে চাই।
২. ব্র্যাক পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী- সঞ্চয় ও ঋণ পাশ বই ও বীমা খাত- ব্র্যাক এলাকা: মহালছড়ি, গ্রাম সংগঠনের নাম: মনাটেক, গ্রাম সংগঠনের নম্বর ২১২৭, ক্ষুদ্র দল নং- ০২ এর আওতাভুক্ত সদস্যদের ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্যের কপি পেতে চাই।
৩. কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সদস্যদের সঞ্চয় আটকে রাখা হয়েছে উক্ত সিদ্ধান্তের কপি পেতে চাই।

এরপর আইন অনুযায়ী তথ্য লাভের জন্য তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। কিছুদিন পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফোনে যোগাযোগ করে কেন তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে তা জেনে নেন। তিনি উল্লেখিত বিষয়ে কোন তথ্য তাদের কাছে নেই বলে প্রদীপ শশী চাকমাকে মৌখিকভাবে জানিয়ে দেন। তখন তিনি আরও জানান, আবেদনের বিষয়ে কম্পিউটারের ফাইলে কোন তথ্য নেই। সব তথ্য হয়তো মুছে গেছে। যখন এ ঘটনা ঘটে, তখন তিনি এই অফিসের দায়িত্বে ছিলেন না। অন্যলোক দায়িত্বে ছিল। এখন সেই লোক অন্যত্র বদলি হয়ে গেছে। তাই তার পক্ষে এই তথ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান এবং সে কারণে তথ্য প্রদান করাও সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেন। তখন প্রদীপ শশী চাকমা তথ্য না থাকলে তা লিখিতভাবে জানাতে অনুরোধ করেন। অন্যথায় তিনি আপীল করবেন বলে তাকে জানিয়ে দেন। যথারীতি কিছুদিন অপেক্ষা করার পর তিনি আইন অনুযায়ী ব্র্যাক এর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করেন। তার প্রেক্ষিতে তাকে একটি উকিল নোটিশ পাঠানো হয়। সেই নোটিশ পড়ে তিনি তথ্য প্রদান না করার বিষয়টি অবগত হন। এতে প্রদীপ শশী চাকমা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাই গত ২১ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করেন।

তথ্য কমিশন ০৪ এপ্রিল ২০১২ তারিখে শুনানির দিন ধার্য করে উভয় পক্ষকে সমন জারি করে। তথ্য কমিশনের আদালত অভিযোগ নিষ্পত্তির নির্দেশনা দেন এবং প্রদীপ শশী চাকমা আবেদনের সমস্ত তথ্য লাভ করেন। পরবর্তীতে সকল সদস্য তাদের সঞ্চিত অর্থ ফেরত পান। এরপর হতে এলাকায় জনগণ তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হচ্ছেন।

ঘোষণা

দেখুন রিইব-এর অংশগ্রহণমূলক আরটিআই ওয়েবসাইট : www.rib-rtibangladesh.org

আরটিআই হেলপলাইন সহায়তা : ৯টা-৫টা (ছুটির দিন বাদে)
ফোন নম্বর : ০১৭৬৬ ১৯৪৫৭১

সম্পাদনা : সুরাইয়া বেগম, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, **প্রকাশনায় :** রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ, বাড়ি - ১০৪, সড়ক - ২৫, ব্লক - এ, বনানী, ঢাকা - ১২১৩, বাংলাদেশ, ফোন : ৯৮৪০৮৩০-১
ইমেইল : rib@citech-bd.com, website : www.rib-bangladesh.org, **আর্থিক সহযোগিতায় :** রোসা লাক্সেম্বার্গ স্টিফটুং (RLS), জার্মানী, website : www.rosalux.de